সমকাল

২৯ ৪

জবিতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

■ জবি সংবাদদাতা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। শর্ত শিথিল করে বিজ্ঞপ্তির চেয়ে কয়েকগুণ বেশি নিয়োগ দিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এতে সরকারের শেষ সময়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিকে পছন্দের প্রার্থী নেওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করতে কয়েকটি বিভাগের চেয়ারম্যানকে তাগিদ দেওয়া হচ্ছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, কোনো অনিয়ম হয়নি। বিধিবিধান মেনেই নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত চার বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ শিক্ষক ৩১৮ ও কর্মকর্তা ১১৭ জন নিয়োগ দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান উপাচার্য তার পাঁচ মাসের মেয়াদকালেই শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন ১৮৭ জন এবং কর্মকর্তা ৬০ জন। সর্বশেষ গত ২৮ নভেম্বর ৫৮তম সিন্ডিকেটে ৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ ও বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার পদোন্নতি চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানা যায়। সাত বছর ধরে চলা নিয়োগ প্রক্রিয়ার নিয়মনীতি পরিবর্তন করে নতুন নিয়ম চালু করেছে বর্তমান প্রশাসন। ইউজিসির বিধান অনুযায়ী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগ হিসেবে ন্যূনতম জিপিএ ৩ থেকে এর ঊর্ধ্বে ধরা হয়েছে। আগে ছিল শিক্ষাজীবনে যে কোনো পর্যায়ে তিনটিতে প্রথম শ্রেণী, আর সেই প্রথম শ্রেণীর সমমান জিপিএ ৩ নির্ধারণ ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রশাসন শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম জিপিএ ৪.২০ নির্ধারণ করেছে। এতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণীর ফলাফল থাকা সত্ত্বেও নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হওয়ার সুযোগ হারাচ্ছেন অনেক শিক্ষার্থী। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী প্ল্যানিং কমিটিকে অন্তত ১০ দিন সময় দেওয়ার বিধান আছে। এ ছাড়া কোনো কোনো বিভাগে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা পদের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে একজন প্রভাষক নেওয়ার কথা থাকলেও নেওয়া হয়েছে ছয়জন। একইভাবে অ্যাকাউন্টিং বিভাগে নেওয়ার কথা ছিল দু'জন শিক্ষক; কিন্তু নেওয়া হয়েছে ১০ জন। এভাবে ৫৩তম সিন্ডিকেটে প্রাণিবিদ্যা; ৫৪তম সিন্ডিকেটে মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, আইন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা, ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকাউন্টিং, পদার্থবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, ফিন্যান্স, রসায়ন, ইসলামিক স্টাডিজ, ভূগোল ও পরিবেশ; ৫৫তম সিন্ডিকেটে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, গণিত, মনোবিজ্ঞান, বাংলা, পরিসংখ্যান; ৫৬তম সিন্ডিকেটে ফার্মেসি এবং ৫৭তম সিন্ডিকেটে পদার্থবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, অ্যাকাউন্টিং, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ম্যানেজমেন্ট, নৃবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানে কয়েক গুণ বেশি নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান সমকালকে বলেন, অনিয়মের অভিযোগ ভিত্তিহীন। শিক্ষার্থীর তুলনায় অনেক কম শিক্ষক থাকায় কয়েকটি বিভাগে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।